গাংনী দলিল লেখক সমিতির সভাপতি তোফাজ, সম্পাদক রাশেদুল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা দলিল লেখক সমিতির নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সমিতির সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে ১১ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করা হয়।

গতকাল শনিবার সকালে গাংনী উপজেলার দলিল লেখক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে নবগঠিত কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়।

নবগঠিত কমিটিতে তোফাজ রানা সভাপতি, রাশেদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক এবং রফিকুল ইসলাম সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

সমিতির প্রবীণ ও নবীন সদস্যদের সম্মতিক্রমে গঠিত নতুন কমিটির মাধ্যমে দলিল লেখকদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যা ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সমিতির সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম বলেন, “বিগত সময়ে আমি অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছি। আমার ওপর অর্পিত নতুন দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব। দলিল লেখকদের সম্মান ও অধিকার রক্ষায় কাজ করতে চাই। আগামী দিনে গাংনী উপজেলা দলিল লেখক সমিতির সদস্যরা যাতে সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে কাজ করে যাব।”

তিনি বাহাগুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন বলে জানা গেছে।

নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ জানান, দলিল লেখকদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণ, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখা এবং সমিতির কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত করাই নবগঠিত কমিটির অন্যতম লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলা দলিল লেখক সমিতির সভাপতি ফাকের আলীর মৃত্যুতে সভাপতির পদটি শূন্য হয়। পরে সমিতির সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

কাব্যশ্রী সম্মাননা পদক পাচ্ছেন মেহেরপুরের লেখক রফিকুর রশীদ

মেহেরপুরের বিশিষ্ট লেখক রফিকুর রশীদ সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘কাব্যশ্রী সাহিত্য সম্মাননা ২০২৬’ পদক পেতে যাচ্ছেন।

আয়োজকদের প্রকাশিত তালিকায় রফিকুর রশীদকে ‘আজীবন সম্মাননা’ বিভাগে মনোনীত করা হয়েছে। সাহিত্যচর্চা ও সৃষ্টিশীল লেখালেখিতে দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাকে এ সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।

কাব্যশ্রী সাহিত্য সম্মাননা ২০২৬-এর অন্যান্য বিভাগে কবিতা, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য ও ছোটগল্পসহ বিভিন্ন শাখায় লেখক-সাহিত্যিকদের সম্মাননা দেওয়ার কথা রয়েছে।

মেহেরপুরের কৃতী লেখক রফিকুর রশীদের এই সম্মাননা অর্জনে সাহিত্যাঙ্গনসহ মেহেরপুরবাসীর মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে।

মুজিবনগরে ৪ পিস ইয়াবাসহ ২ মাদক কারবারী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে ৪ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। গতকাল শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮ টার দিকে মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজারের ওয়ালটন শোরুমের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের মৃত আবু বক্কর এর ছেলে

আব্দুল ওহাব মল্লিক (৫১) এবং দারিয়াপুর গ্রামের মৃত শ্রী শম্ভু দাস এর ছেলে শ্রী হৃদয় দাস (২৩)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার এসআই বিল্লাল হোসেনের নেতৃত্বে এএসআই মিলন, মুন্না ও জাহিদ অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করে। এ সময় তল্লাশী করে তাদের কাছ থেকে ৪ পিস ইয়াবা টেবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে আটক দুজনকে মুজিবনগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি উত্তম কুমার দাস ঘটনার সত্যাতা স্বীকার করে জানান এ ঘটনায় আটক কৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন ।

মেহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় কটূক্তির অভিযোগে যুবক আটক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কটূক্তির অভিযোগে সঞ্জয় কুমার দাস নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে শুক্রবার রাতে মেহেরপুর শহরের গড়পুকুর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক সঞ্জয় কুমার দাস মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের হিরন কুমার দাসের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে সঞ্জয় কুমার দাস তার

নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ওই ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কটূক্তি করতে দেখা যায়। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। তাকে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘সঞ্জয় কুমার নামের এক যুবককে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কটূক্তি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করার অভিযোগে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।’

মেহেরপুরে সবজি-মাছের দাম বাড়তি

টানা বৃষ্টি ও পরবর্তী তীব্র রোদের প্রভাবে উৎপাদন কমে যাওয়ায় মেহেরপুরের বাজারে বেড়েছে বেশিরভাগ সবজির দাম। একই সঙ্গে চাহিদার তুলনায় মাছের সরবরাহ কম থাকায় মাছের দামও বাড়তি। এতে নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষের বাজার করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি কমে যাওয়ায় বিক্রিও কমেছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, গত সপ্তাহের তুলনায় অধিকাংশ সবজির দাম বেড়েছে।

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪৫-৫০ টাকা, রসুন ৯০-১০০, কচু ৪০-৪৫, টমেটো ১১৫-১২০, কাঁচামরিচ ৯০-১০০, বেগুন ১২০-১৩০, আদা ১৭০-১৮০, শসা ৫৫-৬০, কলা ৫০, আলু ২৫, লাউ ৩০, পেঁপে ২০, বরবটি ৬০, গাজর ১৩৫-১৪০, ওল ৪৫-৫০, লালশাক ৪০, পটল ৫০, ঢেঁড়স ৫০, মিষ্টি কুমড়া ৬০, ঝিঙে ৫০, করলা ৭০ এবং কাঁকরোল ৭০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৮-৪০ টাকা, রসুন ৭০-৮০, কচু

৩০-৩৫, টমেটো ১০০-১০৫, কাঁচামরিচ ৭৫-৮০, বেগুন ১১০, আদা ১৫০-১৫৫, শসা ৪০, কলা ৪০, আলু ১৮-২০, লাউ ২৪, পেঁপে ১০-১২, বরবটি ৪৫-৫০, গাজর ১১৫-১২০, ওল ৩৮-৪০, লালশাক ৩৫, পটল ৪০, ঢেঁড়স ৩৫, মিষ্টি কুমড়া ৫০, ঝিঙে ৪০, করলা ৫৫-৬০ এবং কাঁকরোল ৫৫-৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

চাল, ডাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লালসন্য চাল ৫০, আটা ৪৫, মসুরি ডাল ১১০, কলাই ডাল ১৮০, মটর ডাল ৬০, সুলা ডাল ১১০ এবং চিনি ১১৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩৫০ টাকা, সিলভার ২২০, তেলাপিয়া ২৪০, পাঙ্গাস ২০০, গ্লাসকাপ বড় ৪০০, মাঝারি ইলিশ ৭০০, বড় কাতলা ৪০০, চিংড়ি ৮০০, জিউল ৩৫০, কই ২২০ এবং বাটা ২৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের পাইকারি দামও তুলনামূলক বেশি। প্রতি কেজি রুই ৩২০ টাকা, সিলভার ১৯০, তেলাপিয়া ২২০, পাঙ্গাস ১৮০, বড় গ্লাসকাপ ৩২০-৩৩০, ইলিশ ৬৮০, কাতলা ৩৭০, চিংড়ি ৭৫০, জিউল ৩০০, কই ২০০ এবং বাটা ২৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাংসের বাজারে খাসির মাংস প্রতি কেজি ১১০০ টাকা, গরুর মাংস ৭৫০ এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। মুরগির মধ্যে বয়লার ১৭০-১৮০, সোনালি ২৬০-২৮০, লেয়ার ৩৪০-৩৫০, দেশি মুরগি ৬৫০, চিনিহাঁস ৪৫০, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি ক্রেতা পলাশ মিয়া বলেন, “আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি। সপ্তাহে একদিন কাজ বন্ধ থাকে, তাই সেদিন বাজার করতে আসি। কিন্তু উপার্জনের টাকা দিয়ে বাজার করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সবজি ও মাছ কিনতেই বেশি টাকা চলে যাচ্ছে।”

ক্রেতা মাসুম মিয়া বলেন, “আলু ছাড়া প্রায় সব সবজির দামই বেশি। এক কেজি বেগুন কিনতেই ১২০ টাকার বেশি লাগছে। বয়লার মুরগির চেয়েও অনেক মাছের দাম বেশি।”

মাছ ক্রেতা হাবিব মিয়া বলেন, “এক কেজি তেলাপিয়া মাছ ২২০ টাকা দিয়ে কিনলাম। প্রতি সপ্তাহেই মাছের দাম বাড়ছে। আমরা নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য মাছ কেনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বড় মাছ ৩০০-৪০০ টাকা কেজি হলেও ইচ্ছা থাকলেও সাধ্যের মধ্যে হচ্ছে না।”

করলা চাষি আনিসুর রহমান বলেন, “টানা বৃষ্টিতে সবজির উৎপাদন কম হচ্ছিল। কীটনাশক ও শ্রমিকের খরচ দিয়ে আমাদের হাতে তেমন কিছু থাকত না। এখন একটু ভালো দাম পাচ্ছি। এতে উৎপাদন খরচ মিটিয়ে সংসার চালাতে পারব।”

কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী রুস্তম আলী বলেন, “বাজারে সব ধরনের সবজির সরবরাহ আছে। তবে ক্রেতার উপস্থিতি খুব কম। সারাদিনে দুই হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে।”

ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান বলেন, “টানা বৃষ্টির পর রোদের তাপে অনেক সবজির উৎপাদন কমেছে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে। বাজারে ক্রেতার উপস্থিতিও কম। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে বেশিরভাগ সবজির দাম ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।”

মাছ ব্যবসায়ী সুনিল কুমার হালদার বলেন, “চাহিদার তুলনায় বাজারে মাছ কম আসছে। অল্প আয়ের মানুষের মাছ কেনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বাজারে মাছের সরবরাহ স্বাভাবিক হলে দামও কমে আসবে।”

সাধারণ ক্রেতাদের দাবি, মাছ ও সবজির দাম কিছুটা কমলে তাদের জন্য বাজার করা সহজ হবে।

গাংনীতে পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ উদ্বোধনী ম্যাচে কাথুলী লাল দল জয়ী

“মাদকদ্রব্য ত্যাগ করি, কিশোর গ্যাং নির্মূল করি, সুস্থ-সবল জীবন গড়ি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জেলা পুলিশের আয়োজনে শুরু হয়েছে ইউনিয়নভিত্তিক কাবাডি প্রতিযোগিতা।

শুক্রবার বিকেলে গাংনী উপজেলার কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে ‘পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্ট ২০২৬’-এর উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী খেলায় কাথুলী ইউনিয়ন লাল দল ৪১-৩২

পয়েন্টে কাথুলী ইউনিয়ন সবুজ দলকে পরাজিত করে জয় দিয়ে টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) জামিনুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী।

এ সময় ধলা ক্যাম্পের ইনচার্জ পলাশ পারভেজ, কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হুছাইন মাহমুদ, ইউপি সদস্য আজমাইন হোসেন টুটুল ও আনারুল ইসলাম, কাথুলী ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির, বিএনপি নেতা সাজ্জাদ হোসেন পলাশ, হুদা, খোরশেদ আলম খুশি, কুদ্দুস ও রহিদুল ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) জামিনুর রহমান বলেন, যুবসমাজকে মাদক ও কিশোর গ্যাংয়ের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রেখে সুস্থ-সবল জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। খেলাধুলাই পারে তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে।

উদ্বোধনী ম্যাচকে কেন্দ্র করে কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমী ও দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে দর্শকরা ম্যাচটি উপভোগ করেন।

আয়োজকরা জানান, টুর্নামেন্টের পরবর্তী ম্যাচগুলোতেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলা উপহার দেওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে বিএনপির জনসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নে বিএনপির ৩১ দফা ও দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাব জনগণের

মাঝে তুলে ধরতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে শ্যামপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্যামপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আসাদুজ্জামান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং শ্যামপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য পাঞ্জাব মণ্ডল।

শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেনের সঞ্চালনায় জনসভায় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ‘এ দেশে ভারতের রাজনীতি চলবে না। বাংলাদেশের জন্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কষ্ট করেছেন। তিনি যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা না দিতেন, তাহলে আমরা সিকিমের মতো অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতাম।’

তিনি আরও বলেন, ‘শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুধু স্বাধীনতার ঘোষকই নন, তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন সেক্টর ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছেন। মাত্র নয় মাসে দেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনি চাইলে দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা সেনাবাহিনীর প্রধান হতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে দেশের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের কাছে হস্তান্তর করেছেন।’

কামরুল হাসান বলেন, ‘পরবর্তীতে আমাদের প্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আপনাদের জন্য কষ্ট করেছেন। সর্বশেষ বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানও আপনাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাই এই দেশকে যদি রক্ষা করতে চান, এই দলকে যদি রক্ষা করতে চান এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন চান, তাহলে আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

জনসভায় উপস্থিত বিএনপির নেতাকর্মীরা বলেন, আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দল থেকে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে, জনগণ যেন তাকেই ভোট

দেন। এ সময় তারা শ্যামপুর ইউনিয়নের বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে সাহিদুল ইসলামকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

গাংনীর কাজিপুর সীমান্তে ১২ লাখ টাকা মূল্যের মাদক উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুরের মাঠপাড়া নামক এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ০৮ বোতল ভারতীয় মদ, ৪,০০০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কাজিপুরের মাঠপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল উদ্ধার করা হয়।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তির সূত্রে জানা গেছে কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ মাঠপাড়া থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় ০৮ বোতল ভারতীয় মদ, ৪,০০০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন উদ্ধার করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ১২,১২,০০০ টাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, অবৈধ পারাপারসহ সকল প্রকার সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আসছে।

সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবির এ ধরনের অভিযান ও কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

সাবেক মেয়র মতুসহ সাত জনকে খালাসের আদেশ কেন অসাংবিধানিক নয়

রহিত হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলা প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করে সাতজনকে খালাস দেওয়া সংক্রান্ত খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের আদেশ কেন অসাংবিধানিক ও আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, সে বিষয়ে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট।

এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি রাজিক–আল–জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গত মঙ্গলবার এ রুল দেন।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ তথা সাইবার সুরক্ষা আইনের একাধিক ধারা [৫০(৪), ৫০(৫) এবং ৫১ (২) ধারা] এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলায় সাতজনকে খালাস দিয়ে খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের দেওয়া আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিটটি করা হয়। রিটটি করেন মোহা. মাহাবুবুর রহমান ওরফে মাহাবুব চান্দু, যিনি বাদী হয়ে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। রিট আবেদনকারী মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বলে রিটে উল্লেখ করা হয়েছে।

যে প্রেক্ষাপটে রিট ও ট্রাইব্যুনালের আদেশ

রিট থেকে জানা যায়, ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারায় [২৩/২৫(১)(ক)/২৫(১)(গ)/২৫(২)/২৯/৩১/৩৫] সাতজনের বিরুদ্ধে খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালে ২০২৩ সালের ২৯ আগস্ট মামলা করেন মাহাবুবুর রহমান। ওই আইনের ২৫(২)/২৯(১) ধারার অধীনে আসামিদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি তদন্ত প্রতিবেদন দেন তদন্ত কর্মকর্তা।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রহিত করে ২০২৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয় উল্লেখ করে রিটে বলা হয়, সাইবার নিরাপত্তা আইনের ৫৯(২) ধারা অনুযায়ী, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে অনিষ্পন্ন মামলাগুলো এমনভাবে পরিচালিত হবে, যেন ওই আইনটি

(ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন) রহিত করা হয়নি। ২০২৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনাল সাতজনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অভিযোগ আমলে নেন।

রিট আবেদনকারীপক্ষ জানায়, বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সাইবার নিরাপত্তা আইন রহিত করে ২০২৫ সালের ২১ মে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ৫০(৪) ধারার ভাষ্য, রহিতকরণের আগে ওই আইনের কয়েকটি ধারা [২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪] এবং ওই ধারাগুলোতে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হবে। এসব বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। ওই ধারাগুলোর অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের দেওয়া দণ্ড ও জরিমানা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর অধ্যাদেশে সংশোধনী আনা হয়। তাতে ৫০(৪) উপধারার পর সন্নিবেশিত হয় উপধারা (৪ক)। এই উপধারার ভাষ্য, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারায় [২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১] বর্ণিত অপরাধ সংঘটন ও সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হবে। এসব বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। ওই ধারাগুলোর অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের দেওয়া দণ্ড ও জরিমানা বাতিল বলে গণ্য হবে।

রিট আবেদন থেকে জানা যায়, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়নের পর রাষ্ট্রপক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৪ক ধারায় ওই মামলাটি (ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মাহাবুবুর রহমানের দায়ের করা) প্রত্যাহারের আবেদন করে। এই আবেদন মঞ্জুর করে ২০২৫ সালের ১৯ জুন আদেশ দেন খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক।

আদেশের ভাষ্য, অধ্যাদেশের ৫০(৪) ধারা অনুযায়ী সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারায় নিষ্পন্ন–অনিষ্পন্ন সব মামলার কার্যক্রম বাতিল করা হয়। এ অবস্থায় আসামিদের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারা, যা পরবর্তী সময়ে সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারায়ও উল্লেখ করা হয়। ওই অপরাধে গৃহীত কার্যক্রম ২০২৫ সালের আদেশ অনুযায়ী বাতিলযোগ্য। আসামিদের খালাস দেওয়া হলো।

সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা

২০২৫ সালের সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ৫০(৪) ধারা এবং খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের ২০২৫ সালের ১৯ জুন দেওয়া আদেশের বৈধতা নিয়ে গত মার্চে রিটটি করেন মাহাবুবুর রহমান। এদিকে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ রহিত করে বর্তমান সরকারের আমলে গত ১০ এপ্রিল সাইবার সুরক্ষা আইনের গেজেট প্রকাশিত হয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ রহিত হওয়ায় সাইবার সুরক্ষা আইনের ৫০(৪), ৫০(৫) এবং ৫১
(২) ধারার বৈধতা নিয়ে সম্পূরক আবেদন দাখিল করেন রিট আবেদনকারী। রিট আবেদনটি নিয়ে গতকাল আদালতে শুনানি হয়।

আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মো. নাজমুল হুদা। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জামিলা মমতাজ ও শিহাব উদ্দিন খান।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ও সাইবার সুরক্ষা আইনে উল্লেখিত চলমান মামলার কার্যক্রম বাতিল করা সম্পর্কিত বিধানগুলো একই ধরনের বলে জানান আইনজীবী মো. নাজমুল হুদা। তিনি বলেন, ‘রহিত হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন–২০১৮ অধীন সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন রিট আবেদনকারী। ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রহিত করে সাইবার নিরাপত্তা আইন করা হয়। ২০২৩ সালের সাইবার নিরাপত্তা আইনটি রহিত করে ২০২৫ সালের ২১ মে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়। এই অধ্যাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইন–২০২৩–এর কিছু কিছু ধারা বাতিল ও কিছু কিছু ধারার মামলা চলমান থাকবে বলা হয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলাগুলোর বিষয়ে বলা হয়নি।’

২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে সংশোধনী এনে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের চলমান মামলা বাতিলের বিধান যুক্ত করা হয় উল্লেখ করে আইনজীবী নাজমুল হুদা বলেন, অথচ এর আগেই রিট আবেদনকারীর দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা প্রত্যাহারের আবেদন ২০২৫ সালের ১৯ জুন মঞ্জুর করে সাতজনকে খালাস দেওয়া হয়। অধ্যাদেশে উল্লেখ নেই, অথচ এর বরাতে চলমান মামলাটি প্রত্যাহারের আদেশ আইনসম্মত নয়। যে কারণে অধ্যাদেশ ও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা এবং মামলা প্রত্যাহার—সাতজনকে খালাসসংক্রান্ত খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের ২০২৫ সালের ১৯ জুন দেওয়া আদেশের বৈধতা নিয়ে রিটটি করা হলে আদালত ওই রুল দেন। একই সঙ্গে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ তথা সাইবার সুরক্ষা আইনের ৫০(৪), ৫০(৫) এবং ৫১

(২) ধারা প্রশ্নেও রুল দেওয়া হয়েছে।

রিটকারী মাহাবুব চান্দু প্রতিক্রিয়া বলেন, “খুলনার বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল থেকে আসামিদের খালাস করে দেওয়ায় আমি উচ্চ আদালতের শরনাপন্ন হয়। উচ্চ আদালত আমার রিট আমলে নিয়ে রুল জারি করেছেন। আমি আশা করি মামলাটি পুনরায় চালু হবে এবং ন্যায় বিচারের পথ তৈরি হবে।”

ঘটনার সূত্রপাত যেভাবে

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র ও মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছিলেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু।

২০২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক কনিকা বিশ্বাস পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কুষ্টিয়াকে তদন্তের আদেশ দেন।

মামলার আসামিরা হলেন মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু, মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধীন, ইন্টার্ন চিকিৎসক ও মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন, মায়ের হাসি ক্লিনিকের পার্টনার শামীম হাসান সোহাগ, সহযোগী তোহিদুল ইসলাম লিয়ন, শোমিক ব্রো ও এস.এম. মেহেরাব হোসেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এর ২৩/২৫(১)(ক)/২৫(১)(খ)/২৫(২)/২৯/৩১/৩৫ ধারায় মামলাটি করা হয়েছিলো। এর আগে বাদী মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করলে আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে প্রথমে পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন। পরে মামলাটি নথিজাত করা হয়। বাদী ন্যায়বিচারের স্বার্থে খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বাদী মাহাবুব চান্দু ২০ বছর ধরে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, প্রতিদিনের সংবাদসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সুনামের সঙ্গে মেহেরপুরে সাংবাদিকতা করেছেন।

‘মেহেরপুর নিউজ ডটকম’-এর ফেসবুক পেজ থেকে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর অভিযোগটি লাইভ প্রচার করেন এবং নিজের ফেসবুক আইডিতেও শেয়ার করে তা ছড়িয়ে দেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাদীর অভিযোগ, আসামিরা মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি অনুসন্ধানী ও সুস্থ ধারার সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন।

জামায়াত নেতার বাড়ি পোড়ানো মামলায় জেলহাজতে আওয়ামী লীগ নেতা খালেক

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এম. এ. খালেককে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

জেলা জামায়াতের সাবেক আমির ছমির উদ্দিনের বাড়ি পোড়ানোর মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মাহাতাব জানান, ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর জেলা জামায়াতের তৎকালীন আমির ছমির উদ্দিনের বাড়ি পোড়ানোর ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় ছমির উদ্দিনের ছেলে তৌফিক বাদী হয়ে ২০২৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মামলা করেন। ওই মামলায় এম. এ. খালেককে গ্রেপ্তার দেখিয়ে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার সময় বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশ এম. এ. খালেককে গ্রেপ্তার করে।